

ONLINE FILING এর মাধ্যমে কর আপীলাত ট্রাইবুনালে আপীল দায়েরের নির্দেশিকা

- ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালে ONLINE এ আপীল দায়েরের জন্য সম্প্রতি e-filing ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। অনলাইনে আপীল দায়েরের জন্য প্রথমে Apply online বাটনে ক্লিক করুন। উল্লেখিত বাটনে ক্লিক করার সাথে সাথে আপীল দায়েরের ফরমটি পর্দায় ভেসে উঠবে।
- যেহেতু, আপনি ঢাকার করদাতা অংশে ক্লিক করেছেন তাই আপীল ফরমের প্রথম কলামে by default ঢাকা আসবে। তার মানে এ কলামটি আপনাকে আর fill-up করতে হবে না।
- পরের ক্রমিকে আপীল নামবার ও অর্থ বৎসর system থেকেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে জেনারেট করবে।
- ৩য় কলাম অর্থাৎ Name of the appellant কলামে আপনি আপনার নাম লিখবেন। কোম্পানী করদাতা হলে কোম্পানীর নাম লিখবেন।
- ৪র্থ কলামে আপনি যে সার্কেলের করদাতা সেই সার্কেলের নাম drop down মেনুতে গিয়ে select করবেন। পার্শ্বের বক্সের কর অঞ্চল এর নাম system থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জেনারেট হবে। ৫ম ও ৬ষ্ঠ কলামে respondent ও সার্কেলের এর নামও স্বয়ংক্রিয়ভাবে জেনারেট হবে।
- ৭ম কলামে drop down মেনুতে গিয়ে Income year সিলেক্ট করবেন। Income year কলাম drop down এর মাধ্যমে select করলে assessment year কলাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে system থেকেই জেনারেট হবে।
- ৯ম কলামে যে ধারায় কর নির্ধারণ করা হয়েছে সেই ধারা বা ধারাসমূহে টিক চিহ্ন দিবেন।
- ১০ম কলামটি ১২০ ধারার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ১২০ ধারার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে একই ভাবে drop down পদ্ধতিতে রেঞ্জ সিলেক্ট করুন। সাধারণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে কলামটিকে ignore করুন।
- ১১ তম কলামে আপীলাদেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের পদবী, রেঞ্জ ও কর আপীল অঞ্চল drop down মেনুতে গিয়ে খুব সহজেই select করুন।
- ১২ তম কলামে আপীল আদেশ প্রাপ্তির তারিখ লিখতে হবে। তারিখের ঘরে ক্লিক করলে আপনি calendar দেখতে পাবেন এবং উক্ত ক্যালেন্ডারের প্রযোজ্য ঘরে ক্লিক করে সহজেই তারিখের ঘরটি পূরণ করতে পারবেন।
- ১৩ নং কলামে respondent এর ঠিকানা system থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লোড হবে।
- ১৪ নং কলামে আপীলকারী হিসাবে আপনার ঠিকানা লিপিবদ্ধ করুন।
- ১৫ নং কলাম অর্থাৎ শেষ কলামে claim of appeal লিপিবদ্ধ করতে পারেন অথবা “ as per grounds of appeal” লিখতে পারেন।

- এর পরেই আছে “grounds of appeal”। আপীলের ground সমূহ আপনি এখানে Type করেও বসাতে পারেন অথবা আলাদাভাবে কোন word file এ type করা থাকলে সেখান থেকেও Browse করে নিতে পারেন। কিংবা স্কেন কপি আপলোড করতে পারেন।
- নীচের বক্স সমূহে আপনার নাম, পদবী type করে বসাতে হবে। অবশ্য আপীলকারীর নাম verification কলামে সিস্টেম থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে যাবে।
- এরপরে attachment অংশে assessment order এর স্কেন কপি আপলোড করুন। অতঃপর পরবর্তী কলাম দুটিতে আপীল আদেশের নামবার ও তারিখ লিপিবদ্ধ করুন। appeal order, Tribunal fee, ১০% আয়কর প্রদানের চালানের কপি ইত্যাদি scan করে সংশ্লিষ্ট হেড সমূহে আপলোড করুন। তাছাড়া সবশেষ অংশের বক্স সমূহে আপনার e-mail ID, mobile নম্বর এবং আপনার পছন্দমত সর্বনিম্ন ৫ ক্যারেকটারের পাসওয়ার্ড লিপিবদ্ধ করুন। অতঃপর স্কেনকৃত ডিজিটাল স্বাক্ষর আপলোড করুন।
- এখন Preview বাটনে ক্লিক করে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সঠিকতা পরীক্ষা করুন। যদি কোন কলাম অসম্পূর্ণ থাকে তবে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাল কালিতে প্রদর্শন করবে এবং সে ক্ষেত্রে উক্ত কলাম পূরণ করুন এবং পুনরায় Preview বাটনে ক্লিক করুন। ফলে আপনি পূরণকৃত ফরমেটটি পর্দায় দেখতে পাবেন।
- অতঃপর Submit Application বাটনে ক্লিক করে মামলাটি চূড়ান্ত দাখিল করুন। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে আপীল দায়েরের প্রাপ্তি স্বীকারপত্রটি প্রিন্ট করে রাখুন।
- কর বিভাগের আপীল দায়েরের ক্ষেত্রেও একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।
- অনলাইনে দাখিলকৃত আপীলের একটি হার্ড কপি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ট্রাইবুনাতে প্রেরণ করতে হবে(বর্তমান আইন/বিধি পুরাপুরি সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে)।
- সফটওয়্যারটির মাধ্যমে আপনি অন্যান্য সেবাও গ্রহণ করতে পারেন। তন্মধ্যে Cause List বাটনে ক্লিক করে তারিখ ও বেঞ্চ ভিত্তিক মামলার শুনানীর তারিখ জানতে পারবেন। তাছাড়া ই-মেইলে প্রাপ্ত User ID ও Password দিয়ে Login করে দাখিলকৃত মামলার শুনানীর তারিখ জানতে পারবেন ও নিস্পত্তিকৃত আপলোডেড রায়ের কপি ডাউনলোড করতে পারবেন।
- কর আপীলাত ট্রাইবুনাতে অনলাইনে আপীল দায়ের করুন, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অংশ নিন।

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল